সন্তানদের অপেক্ষায় রামেক হাসপাতালের হিমঘরে এন্ড্রু কিশোরের মরদেহ

বাংলাদেশের প্লেব্যাক সম্রাট কিংবদন্তি সংগীতশিল্পী এন্ড্রু কিশোরের মরদেহ রাজশাহী মেডিকেল কলেজ (রামেক) হাসপাতালের হিমঘরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

সোমবার রাত ৯টা ৪০ মিনিটে মহানগরীর মহিষবাথান এলাকায় থাকা বড় বোনের বাসা থেকে এন্ড্রু কিশোরের মরদেহে একটি স্ট্রেচারে করে বের করা হয়। এরপর অ্যাম্বুলেন্সে করে তার মরদেহ হিমঘরে নিয়ে যাওয়া হয়। এসময় ওই বাড়িতে এক হৃদয় বিদারক দৃশ্যের অবতারণা হয়।

তার অসংখ্য ভক্ত অনুরাগী ও শুভাঙ্ক্ষী শোকে স্তব্ধ হয়ে পড়েন। সবাই শেষবারের মত তাকে একনজর দেখতে ভীড় করেন। প্লেব্যাক সম্রাট এন্ড্রু কিশোরের বন্ধু রাজশাহী শিক্ষা বোর্ডের সাবেক চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. দীপকেন্দ্র নাথ দাস জানান, এন্ড্রু কিশোরের বাবার নাম ক্ষিতিশ চন্দ্র বাড়ই। মায়ের নাম মিনু বাড়ই। এন্ড্রু কিশোর সংসার জীবনে স্ত্রী লিপিকা এন্ড্রু এবং সজ্ঞা
(২৬) নামে এক মেয়ে ও সপ্তক (২৪) নামে এক পুত্র সন্তান রেখে গেছেন। তার দুজনই বর্তমানে অস্ট্রেলিয়াতে পড়াশোনা করছেন।

সজ্ঞার পড়াশোনা প্রায় শেষের দিকে। তারা দেশের পথে আছেন। মূলত তারা ফিরলেই এন্ড্রু কিশোরের শেষকৃত্য অনুষ্ঠানের ব্যাপারে দিনক্ষণ ঠিক করা হবে। একই সাথে তাকে সমাহিত করার বিষয়েও সিদ্ধান্ত হবে। তবে রাজশাহীতেই তাকে সমাহিত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। পরিবর্তন হলে তা পরে গণমাধ্যমকর্মীদের জানিয়ে দেওয়া হবে। সেসময় পর্যন্ত তার বন্ধু এন্ড্রু কিশোরের মরদেহ রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের হিমঘরেই রাখা হবে। রাতেই তার মরদেহ সেখানে নিয়ে যাওয়া হয়। এখন কেবল সন্তানদের জন্য অপেক্ষা।

সন্তানরা যেদিন আসবে- সেদিন এন্ড্রু কিশোরের শেষকৃত্য অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হবে বলেও উল্লেখ করেন সদ্য প্রয়াত এই বরেণ্য শিল্পীর বন্ধু ড. দীপকেন্দ্র নাথ দাস। তবে সব আনুষ্ঠানিকতা শেষে তাকে তার মায়ের পাশেই সমাহিত করা হবে বলে নিশ্চিত হওয়া গেছে। মারা যাওয়ার আগে তিনি বলে যান তাকে যেন মায়ের

পাশেই সমাহিত করা হয়। আর তার শেষ এই ইচ্ছে পূরণ হচ্ছে। এন্ড্রু কিশোরের বোনের স্বামী ডা. প্যাট্টিক বিপুল বিশ্বাস জানিয়েছেন, এখন তার মরদেহ রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের হিমঘরে থাকছে। মৃত্যুর আগে এন্ড্রু কিশোর নিজেই বলে গেছেন তাকে যেন মায়ের পাশেই সমাহিত করা হয়। সেই ইচ্ছাই মায়ের পাশেই তাকে সমাহিত করার প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে। তিন্তু কখন সমাহিত করা হবে এটা ঠিক করা হয়নি।

সোমবার সন্ধ্যা ৬টা ৫৫ মিনিটে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৬৫ বছর। তার মৃত্যুর খবর মুহূর্তের মধ্যে ছড়িয়ে পড়লে শোকে মুহ্যমান হয়ে যায় পুরো দেশ। অনেকেই প্রিয় শিল্পীকে একনজর দেখতে রাজশাহীর মহিষবাথান এলাকায় থাকা বড় বোন ডা. শিখা বিশ্বাসের বাড়ির সামনে ভীড় করেন। মরণঘাতী ক্যান্সারের অসহ্য যন্ত্রণা নিয়ে এই বাড়িতেই জীবনের শেষ দিনগুলো কাটিয়েছেন উপমহাদেশের প্রখ্যাত এই সঙ্গীত তারকা।

বড় বোন ও বোনের স্বামী দু’জনই স্বনামধন্য চিকিৎসক। বাড়িটি একটি অংশেই রয়েছে ক্লিনিক। গত সেপ্টম্বরে ক্যান্সার ধরা পড়ার পর প্রায় নয় মাস সিঙ্গাপুরে চিকিৎসা নেন দিনি। গত ১১ জুন এয়ার অ্যাম্বুলেন্সে দেশে ফেরেন। এরপর ঢাকার মিরপুরের বাড়িতে সপ্তাহ খানেক থাকার পর গত ২০ জুন রাজশাহী আসেন। সেই থেকে বড় বোনের বাসাতেই ছিলেন। সেখানে সেবা সুস্রসা চলছিল কিংবদন্তি এন্ড্রু কিশোরের। তাই এখন ওই বাড়িটি ঘিরেই সবার কৌতুহল। এতদিন কিভাবে ছিলেন, কেমন ছিলেন, কি খেয়েছেন, কি বলে গেছেন- একে অপরে কথোপকথনের মাধ্যমে এই সব প্রশ্নই আজ জানার চেষ্টা করছেন সবাই।

উল্লেখ্য, ১৯৫৫ সালের ৪ নভেম্বর রাজশাহীতে জন্মগ্রহণ করেন এন্ড্রু কিশোর। সেখানেই কেটেছে তার শৈশব ও কৈশোর। এন্ড্রু কিশোর প্রাথমিকভাবে সংগীতের পাঠ শুরু করেন রাজশাহীর খ্যাতনামা ওস্তাদ আবদুল আজিজ বাচ্চুর কাছে। একসময় গানের নেশায় রাজধানীতে ছুটে আসেন।

মুক্তিযুদ্ধের পর তিনি রবীন্দ্রসংগীত, নজরুলসংগীত, আধুনিক গান, লোকগান ও দেশাত্মবোধক গানে রেডিওর তালিকাভুক্ত শিল্পী হন। ১৯৭৭ সালে আলম খানের সুরে ‘মেইল ট্রেন’ সিনেমায় ‘অচিনপুরের রাজকুমারী নেই যে তার কেউ’ গানের মধ্য দিয়ে এন্ড্রু কিশোরের চলচ্চিত্রে প্লেব্যাক যাত্রা শুরু হয়।

সেই শুরুর পর থেকে তাকে আর পেছন ফিরে তাকাতে হয়নি। এন্ড্রু কিশোরের খুব জনপ্রিয় গানের মধ্যে রয়েছে- ‘হায়রে মানুষ রঙিন ফানুস’, ‘জীবনের গল্প আছে বাকি অল্প’, ‘ডাক দিয়াছেন দয়াল আমারে’, ‘আমার সারা দেহ খেয়ো গো মাটি’, ‘আমার বুকের মধ্যে খানে’, ‘আমার বাবার মুখে প্রথম যেদিন শুনেছিলাম গান’, ‘ভেঙেছে পিঞ্জর মেলেছে ডানা’, ‘সবাই তো ভালোবাসা চায়’, ‘পড়ে না চোখের পলক’, ‘পদ্মপাতার পানি’, ‘ওগো বিদেশিনী’, ‘তুমি মোর জীবনের ভাবনা’, ‘আমি চিরকাল প্রেমের কাঙাল’প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

এন্ড্রু কিশোর আটবার জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারসহ অন্যান্য অসংখ্য পুরস্কার ও সম্মাননা পেয়েছেন। এছাড়া সংগীতে অসামান্য অবদানের জন্য দেশ-বিদেশের আরও বহু পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন উপমহাদেশের খ্যাতনামা এই শিল্পী।

সূত্র- বিডি-প্রতিদিন

সৃজিতের ওয়েব সিরিজে পরীমণি

টলিউডের জনপ্রিয় পরিচালক সৃজিত মুখার্জীর পরিচালনায় ওয়েব সিরিজে কাজ করতে যাচ্ছেন ঢালিউডের জনপ্রিয় অভিনেত্রী পরীমণি। সিরিজে তার চরিত্রের নাম মুশকান জুবেরী। এতে আরও রয়েছেন চঞ্চল চৌধুরী, মোশাররফ করিম এবং টলিউডের অনির্বাণ ভট্টাচার্য। আজ সোমবার আনন্দবাজার পত্রিকায় এ খবর প্রকাশিত হয়েছে।

বাংলাদেশি লেখক মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিনের ‘রবীন্দ্রনাথ এখানে কখনও খেতে আসেননি’ উপন্যাসটি ওয়েব সিরিজ নির্মাণ করা হবে। হইচই প্ল্যাটফর্মে আসবে সিরিজটি।

এর আগে মুশকান জুবেরীর চরিত্রের জন্য জনপ্রিয় অভিনেত্রী জয়া আহসানের নাম ভাবা হয়েছিল। উপন্যাসের লেখকের কাছ থেকে সৃজিত পরামর্শ চাইলে তিনিও জয়াকে নেওয়ার কথাই বলেন।

তবে বিশেষ কারণে এই সিরিজে জয়ার বদলে পরীমনিকে নেওয়া হবে ঠিক হয়েছে। আপাতত সৃজিতের ‘ফেলুদা ফেরত’ সিরিজের পোস্ট প্রোডাকশনের

কাজ চলছে।
বিডি প্রতিদিন

কেন তড়িঘড়ি গলওয়ান সংঘর্ষ নিয়ে ছবি বানানোর ঘোষণা দিলেন অজয় দেবগন?

ভারত-চীন সংঘর্ষ এবার সেলুলয়েডের পর্দায়। অজয় দেবগন ফিল্মস-এর ব্যানারে তৈরি হবে গলওয়ান সংঘর্ষ নিয়ে ছবি।

বলিউডি দেশাত্মবোধক ছবির কথা বললেই ভেসে ওঠে বিশেষ কয়েকটি মুখ। সেই তালিকায় প্রথম দিকেই রয়েছেন অজয় দেবগন। লাদাখের গলওয়ান উপত্যকায় ভারত-চীন সেনার সংঘর্ষ নিয়ে ছবি বানাচ্ছেন এই অভিনেতা। সীমান্তের টেনশন নিয়ে ছবি বানানোর জন্য সবসময়ই মুখিয়ে থাকে বলিউড। যেমন সার্জিক্যাল স্ট্রাইক নিয়ে হয়েছে ‘উরি’। লাদাখে ভারত-চীন সংঘর্ষ নিয়েও যে ছবি হবে, তা মোটামোটি আঁচ করাই গিয়েছিল। তবে এত তাড়াতাড়ি হবে তা একটু আশ্চর্যের।

ছবি বানানো আর্ট বটে, তবে বাণিজ্যের ব্যাপারটা ভুললে চলবে না। ২০ জন ভারতীয় সেনা সদস্যের আত্মত্যাগের গল্প মানুষ দেখবেন আবেগের সঙ্গে। অন্য কেউ এই আবেগকে পর্দায় ফুটিয়ে তোলার আগেই নিজের নাম খোদাই করলেন অজয়। LOC কার্গিল, ভগত সিং, তানাজি’র মতো ছবিতে অজয় দেবগন যথেষ্ট বিশ্বাসযোগ্য।

তবে গলওয়ান ভ্যালি সংঘর্ষ নিয়ে ছবি করার সিদ্ধান্ত অভিনেতা অজয়ের চেয়েও বেশি প্রযোজক অজয়ের। এই ছবির ব্যাপারে তাকে পরীক্ষায় ফেলে দিতে পারতেন অক্ষয় কুমার। তিনিও দেশাত্ববোধক ছবি করতে ভালবাসেন। ‘এয়ারলিফট’, ‘রুস্তম’, ‘বেবি’-তে এই ফর্মুলা মেনে অক্ষয় সফল। সেই ভয়েই তড়িঘড়ি নিজের নাম লিখিয়ে নিলেন কিনা অজয়, তা বলা মুশকিল।

ছবির সম্পর্কে বিস্তারিত কিছুই জানা যায়নি। কবে ছবির শ্যুটিং শুরু হবে, কিংবা ছবির নামই বা কী, তা নিয়ে ধোঁয়াশা রাখতে চান

প্রযোজক-অভিনেতা অজয় দেবগন। সূত্র: নিউজ এইটটিন

সূত্র- বিডি প্রতিদিন

‘কলঙ্কিনী রাধা’ শাহ আবদুল করিম কখনও গাননি, বলছেন তার ছেলে

বাউল গান ‘কলঙ্কিনী রাধা’ গানটি বাংলাদেশের সিলেটের কিংবদন্তী বাউল শিল্পী শাহ আবদুল করিম ”কখনো গাননি” বলে জানিয়েছেন তার ছেলে শাহ নূর জালাল। লোকসংস্কৃতি গবেষক সুমন কুমার দাশ এবং শাহ আবদুল করিমের শিষ্য একাধিক বাউলও এটি নিশ্চিত করেছেন। তারা বলছেন, ”গানটি শাহ আবদুল করিমের লেখা নয়, এই গানটি তাঁকে গাইতেও শোনেননি কেউ।”

অনলাইন স্ট্রিমিং সার্ভিস নেটফ্লিক্সে সম্প্রতি মুক্তি পাওয়া ‘বুলবুল’ নামের একটি ছবিতে ব্যবহৃত প্রাচীন লোকগীতি ”কলঙ্কিনী রাধা” গানটি নিয়ে ভারতে ‘বিতর্ক’ তৈরি হয়েছে। ভারত ও বাংলাদেশের বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যম এবং বিবিসি বাংলার খবরেও বলা হয়েছে গানটি কিংবদন্তি বাউল শিল্পী শাহ আবদুল করিমের কণ্ঠে জনপ্রিয় হয়।

কিন্তু এই গানটি শাহ আবদুল করিমের লেখা কিংবা গাওয়া কোনোটিই নয় বলে জানিয়েছেন তার ছেলে ও শিষ্যরা। প্রয়াত শাহ আবদুল করিমের ছেলে শাহ নূর জালাল বলছেন, ”এ গানটি বাবা কেন, তাঁর সমসাময়িক বা পরের সময়েরও কোনও বাউলকে এই গানটি গাইতে শুনেছি বলে মনে হয় না। বাবার অনেকগুলো অগ্রন্থিত গান নিয়ে আমি কাজ করছি, কোথাও এ গানটি আমি পাইনি।”
সিলেট অঞ্চলের কোনো বাউল শিল্পীও এই গানটি নিজের লেখা দাবি করে গেয়েছেন বলে আমার জানা নেই, যোগ করেন নূর জালাল। তিনি বলেন, ”কেউ কেউ বলছেন গানটি রাধারমণের। এটি রাধারমণের গান বলেও আমার জানা নেই। আসলে ইদানীং অনেকেই লেখালেখি করতে গিয়ে যাচাই-বাছাই না করে একজনের গান আরেকজনের বলে চালিয়ে দিচ্ছেন। বাবার গান,

রাধারমণের গান আর রাধারমণের গান বাবার গান বলে অনেক জায়গায় লিখেছে। এমন ভুল তথ্য পরিবেশনের ফলেই এমনটি হচ্ছে।”

এসবের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ হওয়া দরকার বলেও মনে করেন শাহ আবদুল করিমের ছেলে শাহ নূর জালাল। প্রয়াত বাউল শাহ আবদুল করিমের অন্যতম প্রধান শিষ্য হবিগঞ্জের আজমিরীগঞ্জ উপজেলার জলসুখা গ্রামের বাসিন্দা বাউল আবদুর রহমান বিবিসি বাংলাকে বলছেন, ”তাঁর (শাহ আবদুল করিম) জীবদ্দশায় ৩৬ বছর সঙ্গ করেছি। তাঁর অনেক গানের পাণ্ডুলিপি আমার হাতে লিখিত হয়েছে। তিনি এ গানের রচয়িতা নন। এমনকি তিনি কখনোই এ গানটি পরিবেশন করেননি। এমনকি আমরা তাঁর শিষ্যরাও কখনোই এ গানটি পরিবেশন করিনি। কোথা থেকে যে মানুষজন ভুল তথ্য পান!”

ভারতে হিন্দুত্ববাদীরা অনেকেই এই গান নিয়ে অভিযোগ তুলে নেটফ্লিক্স বয়কট করারও ডাক দিলেও, ছবিটির প্রযোজক আনুষ্কা শর্মা নিজে বা মুভির নির্মাতা সংস্থা এই বিতর্ক নিয়ে এখনও মুখ খোলেননি। লোকসংস্কৃতি গবেষক ও করিম জীবনীকার সুমন কুমার দাশ শাহ আবদুল করিমের জীবন ও কর্ম নিয়ে নয়টি বই লিখেছেন।

তিনি বিবিসিকে বলছেন, ”’কলঙ্কিনী রাধা’ গানটি শাহ আবদুল করিম কখনোই পরিবেশন করেননি। না জেনে ভুলভাবে এ গানের শিল্পী হিসেবে তার মতো একজন কিংবদন্তিকে সম্পৃক্ত করা হচ্ছে। এ গানের কথা ও সুর লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, এটি ভারতের আসাম অঞ্চলের লোকগান, মূলত এটি কামরূপী গান।”

”সিলেট অঞ্চল যেহেতু আসামের কাছাকাছি, তাই কোনো কোনো ক্ষেত্রে এ গানের আদল আর সুরের সঙ্গে সিলেটের অপরাপর লোকগানের কথা আর সুরের সঙ্গে কিছুটা সাদৃশ্য চলে আসে। তাই অনেকে লোকাচারকেন্দ্রিক এ গানটিকে সিলেটের গান বলে ভেবে থাকেন। অথচ এ গানটি সিলেট অঞ্চলের নয়। তবে এ গানের গীতিকার ও সুরকারের নাম জানা যায় না।”

ভারতে গানটি নিয়ে আক্রমণ ও সমালোচনার মুখে নেটফ্লিক্স ওই মুভির হিন্দি সাবটাইটেলেও কৃষ্ণের বর্ণনায় ”হারামজাদা” শব্দটি পাল্টে ”নটখট” (দুষ্টু) শব্দটি ব্যবহার করেছে – তবে আনুষ্কা শর্মা নিজে বা মুভির নির্মাতা সংস্থা এই বিতর্ক নিয়ে এখনও মুখ খোলেননি। সূত্র: বিবিসি বাংলা।

সূত্র- বিডি-প্রতিদিন

নাটুদাহ চন্দ্রবাসের সাংবাদিক সালামকে নিয়ে প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অভিযোগ

চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা উপজেলার নাটুদাহ ইউনিয়নের চন্দ্রবাস গ্রামের বছিরের ছেলে সাংবাদিক সালামকে নিয়ে গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে একই গ্রামের সুরাতের ছেলে আশাদুল।

সালাম জানান, সে ও তার ভাই মিলে ৬ শতক জমির উপর বসবাস করে আসছে।সেখানে তাদের কে অবৈধভাবে উচ্ছেদ করতে উঠে পড়ে লেগেছে আশাদুল।সে নানান সময়ে নানান ভাবে তাকে হুমকি ধামকিও অব্যাহত রেখেছে।

সালাম আরো জানান তিনি চরম নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন। যে কোন সময় আশাদুল তার বড় ধরনের ক্ষতি করতে পারে। এ বিষয়ে তিনি দামুড়হুদা মডেল থানায় আশাদুলের বিরুদ্ধে জিডির প্রস্তুতি নিচ্ছেন বলে জানা গেছে।

চীন প্রশ্নে রেগে সেরা অভিনেতার পুরস্কার প্রত্যাখ্যান জিৎ-এর!

সীমান্তে ইন্দো-চীন (Indo-China) উত্তেজনার আঁচ এবার ভারতের বাংলা ছবির ইন্ডাস্ট্রি টলিউডে! লাদাখের গালওয়ান সীমান্তে চোখ রাঙাচ্ছে লালফৌজ। চীনাবাহিনী যেভাবে ভারতীয় জমি দখলের অভিযান চালাচ্ছে, তার বিরুদ্ধে এবার গর্জে উঠলেন টলিউড অভিনেতা জিৎ। তবে

নিজস্ব ভঙ্গীতে। একটি পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের স্পনসর হিসেবে যুক্ত রয়েছে চীনা সংস্থা, আর ঠিক সেই কারণেই দেশের সম্মানে পুরস্কার প্রত্যাখ্যান করলেন জিৎ। “সীমান্তে গিয়ে লড়তে না পারলেও নিজের দেশের জন্য এটুকু তো করাই যায়!” সাফ মন্তব্য টলিউড অভিনেতার।

দিন দুয়েক আগেই চীনা অ্যাপ টিকটককে (TikTok) নিষিদ্ধ করা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন অভিনেত্রী সাংসদ নুসরাত জাহান। পাশাপাশি তৃণমূলের যুবশক্তির রাজ্য কো-অর্ডিনেটর তথা অভিনেতা সোহম চক্রবর্তীরও মন্তব্য ছিল, “অ্যাপ ব্যান করলে তো আর শহীদরা ফিরে আসবেন না!” তবে সেদিক থেকে একেবারে উল্টো পথে হেঁটেই অভিনব সিদ্ধান্ত নিলেন টলিউড সুপারস্টার জিৎ মদনানি। সংস্থার নামোল্লেখ না করেই পুরস্কার প্রত্যাখ্যানের কথা জানিয়েছেন অভিনেতা।

দিন কয়েক আগে এক সংস্থা চলচ্চিত্র পুরস্কার প্রদানের জন্য ভার্চুয়াল অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল। সেখানেই দর্শককের বিচারে সেরা অভিনেতার শিরোপা জিতেছিলেন জিৎ। স্বাভাবিকবশতই অনুষ্ঠানের দিন সেকথা ঘোষণা করা হয়। কিন্তু সীমান্তের যে বর্তমান পরিস্থিতি ভাবিয়ে তুলেছে অভিনেতাকে। সম্প্রতি লাদাখে ইন্দো-চীন সংঘর্ষে শহীদ হয়েছেন ২০ জন ভারতীয় সেনা, লালফৌজদের সেই ন্যাক্কারজনক ষড়যন্ত্র বিবেচনা করে সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি পোস্ট করে জিৎ সাফ জানিয়ে দিয়েছেন যে, সংশ্লিষ্ট সংস্থার দেওয়া পুরস্কার তিনি গ্রহণ করতে পারবেন না!
অভিনেতা জিতের (Jeet) মন্তব্য, “যে সমস্ত দর্শকরা আমাকে ভোট দিয়েছেন, যারা আমাকে ভালবাসেন, তাদের অসংখ্য ধন্যবাদ। পুরস্কার পেতে কার না ভাল লাগে বলুন! পরিবারের সদস্যরা, আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব সবাই খুশিও হয়। বিশেষ করে বাড়ির বাচ্চারা ট্রফি দেখলেই আনন্দ পায়। কিন্তু এই পরিস্থিতিতে সংশ্লিষ্ট সংস্থার দেওয়া পুরস্কার গ্রহণ করতে কিছুতেই আমার মন সায় দিচ্ছে না!

আপত্তিটা ঠিক কোন কারণে? এপ্রসঙ্গে অভিনেতা সাফ জানিয়েছেন যে, “অনেকেই হয়তো জানেন না যে এই পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের সঙ্গে একটি চীনা কোম্পানি যুক্ত রয়েছে। আমার ব্যক্তিগতভাবে কারও সঙ্গে কোনও সমস্যা নেই। কিন্তু এই মুহূর্তে আমাদের দেশের সঙ্গে চিনের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক ভাল নয়। চীনের আগ্রাসী মনোভাবাপন্নের জন্যই শহিদ হতে হয়েছে আমাদের দেশের জওয়ানদের। আর এমতাবস্থায় কোনও মতেই আমি এই পুরস্কার নিতে পারব না। সীমান্তে গিয়ে লড়াই না করতে

পারলেও নিজের দেশের জন্য তো এটুকু করাই যায়। তাই পুরস্কার প্রত্যাখ্যান করলাম।”

সূত্র- বিডি-প্রতিদিন

উপস্থাপনার পারিশ্রমিক আড়াই কোটি রুপি!

বলিউড তারকাদের সঙ্গে দক্ষিণী তারকাদের এক নীরব প্রতিযোগিতা চলে সবসময়। সিনেমার বাজেট বা তারকাদের পারিশ্রমিক, কোনো দিক থেকে পিছিয়ে নেই দক্ষিণী ইন্ডাস্ট্রি। বরং পারিশ্রমিকের চমক নিয়ে দক্ষিণী তারকারাই বেশি আলোচনায় থাকেন। এমন ঘটনা সম্প্রতি আবারও ঘটলো।

এই সময়ের হিট দক্ষিণী তারকা তামান্না ভাটিয়া তার পারিশ্রমিক নিয়ে খবরের শিরোনামে এলেন।

করোনার এই সময়ে ‘আহা’ নামের একটি টকশো উপস্থাপনা করতে যাচ্ছেন তিনি। আল্লু অরবিন্দুর ওটিটি প্লাটফর্মে প্রচার হবে। শোনা যাচ্ছে, এই শোয়ের প্রথম পর্বে অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন আল্লু অর্জুন ও রাম চরণ। খুব শিগগির এই এপিসোডের শুটিং শুরু হবে।

এদিকে উপস্থাপক তামান্না কত পারিশ্রমিক নিচ্ছেন তা নিয়ে শুরু হয়েছে নানা গুঞ্জন। ভারতীয় একটি সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, প্রতি পর্বের জন্য ৮ লাখ রুপি পারিশ্রমিক নিচ্ছেন তামান্না। যদিও এই অর্থ খুবই কম। কারণ প্রতি সিনেমায় পারিশ্রমিক নিচ্ছেন ১ থেকে দেড় কোটি রুপি। যদিও সিনেমার জন্য দীর্ঘ সময় ব্যয় করতে হয় তামান্নাকে।

এদিকে ‘আহা’ টকশোয়ের প্রতি এপিসোড যদি প্রতিদিন শুটিং করেন, তবে ৩০ দিনে তার পারিশ্রমিক দাঁড়ায় প্রায় আড়াই রুপি। সে অর্থে এই টকশো করে বেশি পারিশ্রমিক নিচ্ছেন এই অভিনেত্রী।

তামান্না বলেন, ‘আড্ডা আমার সবসময় ভালো লাগে। এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আমার প্রিয় মানুষগুলোর সঙ্গে নিয়মিত আড্ডা দেওয়ার এক সুযোগ হলো। এটি আমার জন্য বড় বিষয়। এছাড়া করোনার মহামারির কারণে ইন্ডাস্ট্রির আমরা সবাই অনেকদিন আলাদা। এই টকশো দিয়ে অনেকের সঙ্গে দেখা হবে। সবকিছু মিলিয়ে আমি বেশ আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষায় আছি শুটিংয়ের।’

বিরাটকে মাত্র ২১ দিন কাছে পেয়েছি, জানালেন আনুশকা শর্মা!

বিয়ের পর প্রথম ৬ মাস বিরাটের সঙ্গে মাত্র ২১ দিন কাটিয়েছি। আমি দিন গুনে রাখতাম। আর তাই যেটুকু সময় যে ক’টা দিন আমাদের দেখা হয়েছে সেই প্রতিটা মুহূর্ত ছিল আমার কাছে খুব দামি। সহজ স্বীকারোক্তি আনুশকা শর্মার।

বিয়ের পর তিনি এবং বিরাট কোহলি দু’জনেই পেশার জন্য খুব ব্যস্ত থাকতেন। দেখা বলতে ভরসা ছিল ভিডিও কল। কিংবা কখনও খুব শর্ট ট্রিপ। বিরাটের যেখানে খেলা থাকত সেখানে হয়তো আনুশকা কোনও রকমে একটা দিন ব্যবস্থা করে দেখা করতেন বা কখনও বিরাট পৌঁছে যেতেন আনুশকা শ্যুটিং স্পটে। কিন্তু এভাবে দু’জনেই হাঁপিয়ে উঠছিলেন।

সম্প্রতি একটি সাক্ষাৎকারে এমনটাই জানিয়েছেন আনুশকা শর্মা। তিনি আরও জানান, ‘সকলেই ধরে নিতেন আমি যখন বিরাটের সঙ্গে দেখা করতে আসি বা ও যখন আমার সঙ্গে দেখা করতে যায় তা হল ছুটি। কিন্তু কাজের মাঝে ওভাবে ছুটি হয় না। কারণ আমরা টানা কাজ করে যেতাম। আমরা বিয়ের পর প্রথম ছ’মাস একসঙ্গে মোটে ২১ দিন থেকেছি। আমি গুনে দেখেছি। আর তাই যখন আমাদের দেখা হত তখন অন্তত একসঙ্গে লাঞ্চ বা ডিনারটা করবো সেটা তো খুবই স্বাভাবিক। এই প্রতিটা মুহূর্ত আমার কাছে ছিল খুব গুরুত্বপূরর্ণ।

আর তাই লকডাউনে এই প্রথম দু’জনে একসঙ্গে অনেকটা সময় কাটাতে পারলেন। আড্ডা, গল্প খাওয়া ইত্যাদি তো ছিলই। সেই সঙ্গে ক্রিকেট নিয়ে আলোচনা, একসঙ্গে ওয়েব সিরিজ দেখা সবই করেছেন। তাঁদের

সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টই এর প্রমাণ। এমনকি, এই লকডাউনে বিরাটের সঙ্গে ক্রিকেটও খেলেছেন আনুশকা

সেই সাক্ষাৎকারে বিরাট বলেন, আমরা প্রতিদিন একে অপরকে ভালোবাসি। আমাদের সম্পর্কে সবসময় প্রেমই প্রাধান্য পায়, পাচ্ছে এবং প্রেমই আমাদের সম্পর্ককে এমন ভালোবাসায় বেঁধে রেখেছে। আর তাই আমরা অনুভব করি মোটে এই কয়েকবছর নয়। জন্ম জন্মান্তর ধরে আমরা একে অপরকে চিনি আর ভালোবাসি।

সূত্র- বিডি-প্রতিদিন

ভারত নিয়ে প্রশ্ন, রেগে আগুন জয়া আহসান!

করোনা সংক্রমণের মাঝে গত সোমবার এক মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে গেছে বাংলাদেশে। বুড়িগঙ্গায় লঞ্চের ধাক্কায় আরেক লঞ্চডুবিতে এখন পর্যন্ত ৩৪ জনের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। এ হৃদয়বিদারক ঘটনা নিয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে পোস্ট দিয়েছেন তারকা অভিনেত্রী জয়া আহসান।

জয়ার সে পোস্টে চাঁদ সুলতানা মিথিলা নামে একজন করেছেন অপ্রাসঙ্গিক মন্তব্য। কমেন্টে তিনি লিখেন, ‘ইন্ডিয়া থেকে পানি এসে দেশ ডুবিয়ে দিচ্ছে, সেটা নিয়া কিছু বলেন। আপনার প্রাণপ্রিয় দেশ দাদাদের দেশ নিয়া তো কিছু বলতে শুনলাম না। সারাদিন এত তাদের ভালো ভালো পোস্ট দেন এখন চুপ কেন?’ এছাড়া হিমালয় হিমু নামের একজন অশ্লীল ভাষায় জয়া ভারতের নাগরিকত্ব পাওয়ার চেষ্টায় আছেন বলে মন্তব্য করেন। শোকাবহ একটি স্ট্যাটাসে এমন উদ্ভট মন্তব্য দেখে রেগে যান জয়া।

তিনি কমেন্টে লিখেন, ‘আচ্ছা!! ভারতীয় নাগরিকত্ব পাওয়ার চেষ্টায় ছিলাম? তাই নাকি? আদৌ বাংলাদেশিরা নাগরিকত্ব পায় নাকি? আমি তো এত বছর সেখানে গিয়ে কাজ করছি, আবার চলে আসছি। আমিতো জানি ভারতীয় সংবিধান অনুযায়ী ওখানে বাংলাদেশিরা নাগরিকত্ব পায় না। আমিতো

চেষ্টাও করিনি কোনোদিন। কারণ আমি বাংলাদেশি হিসেবে গর্বিত। তাই অন্য কোনো দেশের নাগরিক হবার সেই চিন্তাটাও আমার মাথায় আসেনি।

তবে আপনার লেখাটা দেখে মনে হলো আপনি মনে হয় ভারতীয় নাগরিকত্ব নেবার চেষ্টা করেছিলেন, তাই না? কিন্তু আফসোস!! হালে পানি পাননি। আর আম্ফানে পশ্চিমবঙ্গ নিয়ে বড় স্ট্যাটাস ছিল? একটু পেছনে গিয়ে সেই পোস্ট টা দেখে নিন তো, ঠিক কটা লাইন লিখেছিলাম। হিমালয় হিমু নাম টা ব্যবহার করছেন। হুমায়ূন স্যার- এর লেখা এত প্রিয় একটা চরিত্র। তো সেই নাম ব্যবহার করে বাংলাতে এত কাঁচা হলে চলবে? একটু ভালো করে পড়াটা শিখতে হবে তো নাকি!!

‘আর চাঁদ সুলতানা মিথিলা, আমার মনে হয় শেষ লাইনটা পড়ে দেখেননি। মানেটাও বোঝেননি। তাছাড়া আমার লেখা আপনাকে পড়ার জন্য মাথার দায়ও কেউ দেয়নি বলেই আমার বিশ্বাস। তো সানন্দে এগুলো ইগনোর করতে পারেন। আর যদি এতই লেখার ইচ্ছা হয় তো নিজের টাইমলাইন-এ লিখুন না।

আমাদের দেশের অসুবিধা নিয়ে, সমস্যা নিয়ে যত আমরা সোচ্চার হবো ততই তো আমাদের দেশের ভালো নাকি!! আমাকে গালাগালি বা বাজে কথা লিখে অনেক সুখ হয়তো পাওয়া যায়। কিন্তু এই কষ্ট টা একটু দেশের মঙ্গলের জন্য করলে ভালো হয়না? অন্তত ফেসবুক-এ লিখেও তো একজনের জন্য হলেও তো সচেতনতা বৃদ্ধি করা যায়।’

সূত্র- বিডি-প্রতিদিন

অপারেশন করে অ্যাঞ্জেলিনা হতে চাওয়া সেই তরুণী করোনা আক্রান্ত

হতে চেয়েছিলেন অ্যাঞ্জেলিনা জোলি কিন্তু একাধিক অপারেশনের ঠেলায় হয়েছে কঙ্কালসার চেহারা। ইরানের তরুণী সাহার তাবার অ্যাঞ্জেলিনা’র মত হতে গিয়ে মাত্র ২২ বছর বয়সেই ৫০টা শল্য

চিকিৎসা করে ফেলেছিলেন। যার ফলে কঙ্কালের মত দেখতে হয়েছিল তাকে। আর এবার সেই তরুণী কোভিড–১৯ সংক্রমণে আক্রান্ত হয়েছেন।

অ্যাঞ্জেলিনা জোলি কে বিকৃত করে নিজের জনপ্রিয়তা বাড়ানোর অভিযোগে এমনিতেই জেলে ছিলেন সাহার তাবার। এবার ইরানের জেলেই করোনা আক্রান্ত ওই নারী। এমনিতেই ইরানে জেলে বন্দি থাকা অবস্থায় প্রায় ৮৫ হাজার মানুষ করোনাতে আক্রান্ত। তার মাঝেই এই মারণ রোগে আক্রান্ত হয়ে খুবই অসুস্থ ওই তরুণী। গত অক্টোবর মাসে জনপ্রিয় ব্যক্তিত্বের চেহারা নিয়ে মশকরা করার জন্য গ্রেফতার হন সাহার তাবার। তার বিরুদ্ধে একাধিক মামলাও রজু করে পুলিশ। এখন সেই তরুণী আশঙ্কাজনক অবস্থায় ইরানের জেলে করোনা’র সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছেন বলে জানা গেছে।

অপারেশনের পর অ্যাঞ্জেলিনা জোলির মত না দেখতে হলেও ওই তরুণী নিজের কঙ্কালসার চেহারা নিয়ে ইনস্টাগ্রাম জনপ্রিয় হন। সেখান থেকেই মোটা টাকা আয় করতেন ওই তিনি। আপাতত ভাইরাসের আক্রমণে সঙ্কটজনক অবস্থায় রয়েছেন সাহার তাবার। সূত্র: ডেইলি মেইল।